তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

যুগান্তর

বখাটে ওবায়দুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কোর্ট রিপোর্টার

রাজধানীর বকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশা (১৪) হত্যা মামলায় বখাটে ওবায়দুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। সে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের মীরাটঙ্গী গ্রামের মৃত আবদুস সামাদের ছেলে এবং রাজধানীর ইস্টার্ন মল্লিকা শপিং মলের বৈশাখী টেইলার্সের কর্মচারী।

রিশা হত্যা

আসামির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে সোমবার চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা রমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আলী হোসেন। চার্জশিটে ২৬ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। চার্জশিট দাখিলের পর ঢাকার মহানগর হাকিম সত্যব্রত শিকদার মামলার ধার্য তারিখে তা গ্রহণ করা সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বখাটে ওবায়দুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আদালতে শুনানির জন্য আদেশ দেন। প্রসিকিউশন পুলিশের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মিরাশউদ্দিন চার্জশিট দাখিলের বিষয়ে নিশ্চিত করে জানান, এ মামলার ধার্য তারিখ আগামী ২৭ নভেম্বর। চার্জশিটে বলা হয়েছে, ঘটনার প্রায় ছয় মাস আগে বৈশাখী টেইলার্সের স্কুলের পোশাক বানাতে রিশা মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল। সেখানে দেয়া মোবাইল নম্বর পেয়ে রিশাকে উত্যক্ত শুরু করে ওবায়দুল। বিভিন্ন সময় ফোন দিয়ে রিশাকে উত্যক্ত করত তে। প্রেমের প্রস্তাব দিত। তাতে রাজি না হওয়ায় আসামি প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪ আগস্ট বেলা সোয়া ১২টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রিশা ও তার সহপাঠী মুহতারিফ রহমান রাফিকে নিয়ে স্কুল সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের ওপরে পৌঁছালে ওবায়দুল রিশাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাম হাতে ও পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রিশা তিন দিন পর মারা যায়। ওবায়দুল ৫ সেপ্টেম্বর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। ১ সেপ্টেম্বর আসামির ছয়দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। রিমান্ডে থাকাবস্থায় সে জবানবন্দি দিতে চাইলে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। ৩১ আগস্ট ভোরে নীলফামারী থেকে তাকে গ্রেফতার করে আইনশৃংখলা বাহিনী।

২৪ আগস্ট স্কুলের সামনের ফুটওভারব্রিজে এলিফ্যান্ট রোডের বিপণি বিতান ইস্টার্ন মল্লিকার বৈশাখী টেইলার্সের কর্মী বখাটে ওবায়দুলের ছুরিকাঘাতে আহত হয় ঢাকার উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রিশা। রিশা রাজধানীর বংশাল থানাধীন সিদ্দিক বাজার এলাকার রমজান হোসেনের মেয়ে। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনায় রিশার মা তানিয়া বেগম ওইদিনই আসামির বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রমনা থানায় মামলা করেন। ঘটনার পর ওবায়দুল পালিয়ে যায়। রিশা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে হত্যা মামলায় পরিণত হয়।